হরর থ্রিলার রহস্য উপন্যাস

# নরমুণ্ডু শিকারি

আহমাদ স্বাধীন

কলি প্রকাশনী



হরর থ্রিলার রহস্য উপন্যাস
নরমুণ্ডু শিকারি
আহমাদ স্বাধীন
প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২৫
**গ্রন্থস্বত্ব**
রুনা আহমাদ
**প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক**
মোঃ জহুরুল হক
**প্রকাশক**
এস এম মহির উদ্দিন কলি
কলি প্রকাশনী

**একমাত্র পরিবেশক**
ডাংগুলি
**প্রচ্ছদ**
আদনান আহমেদ রিজন
**বর্ণবিন্যাস**
কলি কম্পিউটার
**মুদ্রণ**
জনপ্রিয় প্রিন্টার্স
**মূল্য : ৩০০ টাকা মাত্র**

*Noromundu Shikari* by **AHMAD SHADHIN**,Published by S. M. Mahir Uddin Koli, KoliProkashoni, 38 Banglabayar, 2nd floor, Dhaka 1100, Published : August 2025, Price : BDT 300, USD 10.

ISBN : 978-984-3959-17-1

# উ ৎ স র্গ

আপনি শুধু ভালো একজন লেখকই নন,
একজন ভালো মানুষও। প্রিয় হাসান রাউফুন ভাই,
আমাদের অমর হওয়ার প্রত্যাশা পূরণ হোক আমাদের কর্মের মধ্য দিয়ে।

অধ্যায় এক

## রহস্যময় পিরামিডের দেশ মিশর থেকে শুরু হলো গল্প

গতবার জার্মানি ভ্রমণে গিয়ে যে নরখাদকের ডায়েরিটা পেয়েছিলাম, সেটার কথা মনে আছে?

ওই যে কার্ল ডেনকের লেখা মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা নরখাদকের ডায়েরি নামের অদ্ভুত ডায়েরিটা, যেটাতে নরখাদক তার প্রায় ৫০ জন ভিক্টিমকে হত্যার পর কেটে খাওয়ার বর্ণনা লিখে রেখেছিল।

আরো একটা ঘটনা ঘটেছে এবার আমার সাথে। অনেকটা সেরকমই। কিংবা বলা যায় তার থেকেও অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনা। এবার এই ঘটনাটা ঘটেছে মিশরে।

সেই অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনাটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে বসেছি এবার। আমি জানি না আমার সাথেই কেন বারবার এমন হয়। হ্যাঁ এটা ঠিক যে আমি ইতিহাস ভালোবাসি, ভালোবাসি ঘুরে বেড়াতে এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তের অ্যান্টিক কিছু জিনিস আমি আমার সংগ্রহে রাখতে পছন্দ করি। তাই বলে আমার সাথে এরকম রোমহর্ষক ঘটনা ঘটবে?

আমি জানি না, এর শেষ কোথায়।

যাই হোক, আমার সাথে ঘটা প্রতিটা ঘটনা আমি লিখে রেখে যেতে চাই। যেন আপনারা জানতে পারেন একজন পরিব্রাজকের ভাগ্যে কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে পারে। নরখাদকের ডায়েরি যারা পড়েছেন তারা সেই অদ্ভুত ভয়ানক সাইকো খুনির সম্পর্কে জানেন। যারা জানেন না, তারা পড়ে নিতে পারেন। তবে এখন আমি আপনাদের সাথে যেটা শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটাও কম অদ্ভুত বিষয় না।



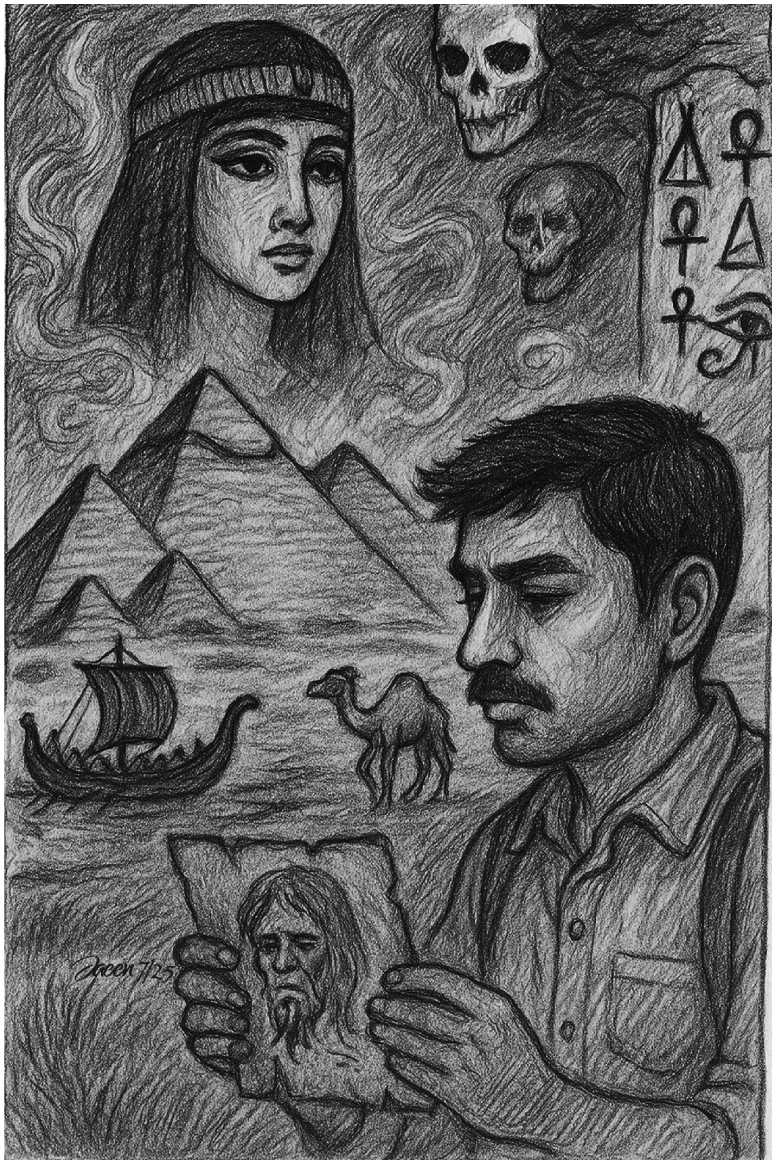

এবার আমি অগোছালো হাতে লেখা একটা নোট পেয়েছি। নরমুণ্ড শিকারির লেখা কাহিনি আছে সেই নোটে।

প্রকৃতিতে সব সময় দুটো রূপ বিদ্যমান থাকে। একটা স্বাভাবিকভাবে আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া চলমান রূপ, আর অন্যটা আমাদের আড়ালে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ব্যাখ্যাহীন অস্বাভাবিক রূপ। সেই রূপটা জানার পর বিশ্বাসের জায়গাটা নড়বড়ে হয়ে যায়। আমাদের চেনা পরিচিত পৃথিবীটাকে অপরিচিত মনে হয় তখন। তবুও সেসব উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবীতে প্রকৃতির সেই ২য় বীভৎস কুৎসিত রূপটাও চলমান। যা সকলের অগোচরে থাকে। কিছু কিছু সময় কিছু কিছু ঘটনামাত্র প্রকাশ্যে বের হয়ে আসে, কিংবা সেইসবের সাথে সম্পৃক্ত যে থাকে সে নিজেই নিজেকে কিছুটা প্রকাশ করে, আর কিছু থাকে অপ্রকাশ্য। যা কখনো সামনে আসে না। যা হোক, চলুন আমি আপনাদের সাথে সেই অদ্ভুত নরমুণ্ড শিকারির ঘটনাই শেয়ার করি। যার সাথে আপনাদের পরিচয় হলে তার অসুস্থ মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ড কতটা নিতে পারবেন, তা আমার জানা নেই। তবে আপনাদের আগ্রহ আছে সেটা জানি বলেই বলছি। আপনারা তো এটা জানেন যে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে ঘাটাঘাটি করা আমার শখ। সেইসাথে অদ্ভুত সব অ্যান্টিক বস্তু সংগ্রহ করার সুযোগও আমি হাতছাড়া করি না। নরমুণ্ড শিকারির সাথে পরিচয় হওয়াটাও সেটারই অংশ বলা যায়।

মূল গল্পে যাওয়ার আগে চলুন আমার মিশর ভ্রমণের উদ্দেশ্য আর এখানকার অদ্ভুত সুন্দর ঐতিহ্যের কিঞ্চিৎ বর্ণনা দেওয়া যাক।

শুরুতেই কথা দিতে পারি যে, নদী, পিরামিড ও মরুভূমির দেশ মিশর ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতা আপনাদের মন্দ লাগবে না। তাছাড়া এর সাথে আমার মূল গল্পের কিছু অনুষঙ্গ তো আছেই। তো আর কোনো আজাইরা কথা না বলে চলেন গল্প শুরু করি।

আজকের আধুনিক ইজিপ্ট কিন্তু বহু বছর আগের এক সভ্যতার মহান ভূমি। মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাস বহু পুরোনো।

যিশু খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে মিশরের নদী সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। মিশরের পূর্ব দিকে বয়ে যাওয়া নীল নদ আর পশ্চিমে মরুভূমির মাঝে অনেক বছর আগেই তৈরি হয়েছিল মানব সভ্যতা।



মিশরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ যেটা তা হচ্ছে পিরামিড। সেই পিরামিডের ইতিহাসও অনেক অনেক পুরোনো। পিরামিড, নদী আর মরুভূমি এইসব মিলে মিশর হচ্ছে নয়নাভিরাম অদ্ভুত সুন্দর দর্শনীয় একটা দেশ। বলা হয়ে থাকে নীল নদের উপহার হলো মিশর। নীল নদ পৃথিবীর ৯টা দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও মিশরের মতো কেউ এই নদের দ্বারা এত উপকৃত হতে পারেনি। নীল নদের প্রবাহ মিশরের জন্য এক চলমান জীবন্ত আশীর্বাদ। নীল নদ মিশরকে দিয়েছে প্রাণের উর্বরতা আর করেছে শস্যশ্যামলা। তাছাড়া নীল নদের কতশত কিংবদন্তি যে আছে ইতিহাসে, তার অন্ত নেই। মিশরের সুপ্রাচীন ইতিহাস কে না জানে? সেই তুতেন ফারাও থেকে শুরু করে আলেকজান্ডার টলেমির রাজবংশ- রাণি ক্লিওপেট্রাসহ মিশরের সম্পূর্ণটাই একটা আভিজাত্যপূর্ণ ভূখণ্ড। যে আভিজাত্যের কথা জানে সারা বিশ্ব। তাই মিশর ভ্রমণ করার আগ্রহটা ছিল আমার সবচে বেশি। মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হচ্ছে মিশর। আধুনিক যুগে এসে যার নাম হয়েছে ইজিপ্ট। বাংলাদেশ কলকাতা মুম্বাই হয়ে মিশরের রাজধানী কায়রো পর্যন্ত যাবার যে লম্বা জার্নি সেটার ফিরিস্তি দিতে গেলে বর্ণনা অনেক লম্বা হয়ে যাবে।

আকাশ পথে প্রায় সাত ঘন্টার জার্নি! বাপরে। ভীষণ ক্লান্তিকর সেই যাত্রা। আমার জার্নির সেই ফিরিস্তি না দিয়ে বরং মিশরে আমার দেখা অদ্ভুত কিছু সুন্দরের কথা বলি। যা আমার ভেতরের ক্লান্তি একদম দূর করে দিয়েছিল। আমি নিশ্চিত যে, সেই সুন্দরের বর্ণনায় আপনাদেরও লোভ তৈরি হবে ইজিপ্ট ঘুরে দেখার।

মিশরের বর্তমান রাজধানী কায়রো। আর মেমফিস ইজিপ্টের প্রাচীন রাজধানী। আমি মিশরে নেমে প্রথমেই মেমফিসের দিকে গেলাম। তার আগের দর্শনীয় স্থান হচ্ছে সাকারা। আমার সাথে যে মিশরীয় গাইড কাজ করছেন, তার নাম আলেকান্দ্রা। এই ভদ্রলোকটিকে মধ্যবয়স্ক না বলে বুড়ো বলা যায়। তবে শরীরে জোর যা আছে তা মন্দ না। মজার ব্যাপার হচ্ছে ভদ্রলোক বেশ জাননেওয়ালা লোক। আমাকে সে তার নিজ দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের গল্প বেশ রসিয়ে রসিয়ে সারাক্ষণ শুনিয়েই যাচ্ছে। আমারো মন্দ লাগছে না তার কথা শুনতে। যদিও তার বলা অনেক বিষয়ই আমার আগে থেকেই জানা আছে। তবু তার কাছ থেকে আগ্রহ নিয়েই শুনছিলাম। আমরা মেমফিস যাবার আগে সাকারায় ঢুকবো।

আমাকে সাকারায় প্রবেশের জন্য ৪৫০ ইজিপশিয়ান পাউন্ড (প্রায় ১১০০ টাকা) খরচ করে টিকিট কেটে নিতে হলো। তবেই প্রবেশ করার অনুমতি হলো সাকারায়।

সাকারায় প্রবেশ করেই আমি দেখতে পেলাম বিশ্বের প্রাচীনতম পাথুরে সৌধ- স্টেপ পিরামিড। যা প্রাচীনতম পিরামিড বলে খ্যাত। প্রাচীন মিশরে একসময় প্রায় ১০০ টা পিরামিড ছিল। তবে কালের বিবর্তনে অনেকগুলো পিরামিড অযত্নে নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে টিকে আছে মাত্র ৪০টা।

যার সবগুলোতে ও পর্যাপ্ত যত্ন নেওয়ার আগেই অনেক অংশ বেহাত হয়ে গেছে। তবে বর্তমানে রাষ্ট্রপক্ষ বেশ সতর্কতা আর যত্নের সাথে সবগুলো পিরামিড সংরক্ষণ করছে। আমি স্টেপ পিরামিডের চারপাশে পায়ে হাঁটলাম কিছু সময়। পাথুরে বিশালাকায় এই পিরামিড দেখলেই মনে হয় কতশত বছরের রহস্য যেন বুকে আগলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এই প্রাচীণ পাথুরে স্থাপত্য। অনেকটা বছর এরকম পিরামিডের গল্প শুনেছি। পড়েছি। আজ কাছ থেকে ছুঁয়ে দেখার অনুভূতি ছিল বিস্ময়কার!

স্টেপ পিরামিডের পাশেই মরু অঞ্চল। সেখানে উট দাঁড়িয়ে আছে অনেক। আমি পিরামিডের রহস্যময় পাথুরে দেওয়াল দেখে মরুভূমির দিকে এগোলাম। উটের পিঠে চড়ার ইচ্ছে ছিল। সুযোগ পেয়ে উটের পিঠে চড়ার শখটাও মিটিয়ে নিলাম এবার। এরপর সোজা মেমফিসের পথ ধরলাম। মেমফিসে প্রবেশ করতে টিকিট নিতে হলো ১৫০ ইজিপশিয়ান পাউন্ড দিয়ে। মেমফিসেই দেখতে পেলাম রাজা রামসেস-২ এর শায়িত বিশাল পাথুরে মূর্তি। রাজা ২য় রামসেস এর ব্যাপারে কিছু অবাক করা তথ্য আছে।

তা হচ্ছে- প্রাচীন মিশরের অন্যতম এই মহান শাসক ছিলেন রাজা দ্বিতীয় রামসেস। প্রচণ্ড প্রতাপশালী এই রাজা নারী সঙ্গ খুব পছন্দ করতেন। জানা যায় এই রাজার ৮৫ বছর জীবদ্দশায় ২০০ বিয়ে করেছিল। তার বিয়ে করা সেই ২০০ স্ত্রীর ঘরে ছিল ৯৬ জন পুত্র ও ৬০ জন কন্যা!

ভাবা যায়? ভাবতে কষ্ট হলেও এটাই সত্য। আমি এখানকার আরো কিছু অসাধারণ স্থাপত্য দর্শন করে

মেমফিস ঘুরে দেখার পর ফিরে গেলাম বর্তমান রাজধানী কায়রোতে। কায়রোতে প্রচুর সুগন্ধির দোকান আছে। সেখানকার বিখ্যাত এক সুগন্ধির দোকানে গেলাম আমি। মিশরে সুগন্ধির খুব কদর। সুগন্ধি বা পারফিউম মিশরের ঐতিহ্যেও অন্যতম অংশ।

আমার পরিচয় পেয়ে দোকানি তার বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কিছু সুগন্ধি নিয়ে এত চমৎকার আলোচনা করলেন যে, আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

সুগন্ধি নিয়ে এরকম গোছালো আলোচনা আমি কোথাও শুনিনি। তার বর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে আমি বেশ দামি একটা পারফিউম নিয়ে নিলাম দোকান



থেকে। কায়রোর বাজারঘাট, দোকাটপাট গুলো বেশ প্রাচীন আর আধুনিকায়নের মিশ্রনে তৈরি করা। সুগন্ধি ছাড়াও আরো কিছু টুকিটুকি এ্যান্টিক কেনার পর আমি একটা রেস্টুরেন্টে বসে হালকা নাস্তা খেয়ে নিলাম। ক্ষুধা পেয়েছিল ক্ষানিকটা।

কায়রো থেকে এরপর আমি গেলাম লুক্সার এর দিকে। লুক্সার এয়ারপোর্ট থেকে সোজা কর্নাক টেম্পলের কাছে নীল নদের তীরে পৌঁছে গেলাম। আহা নীল নদ।

প্রথম দর্শনেই এই ঐতিহাসিক নদের প্রেমে পরে যাই আমি।

নীল নদে নোঙর করে রাখা বিশাল আকারের ক্রুজ হ্যাপি-ফাইভ এ উঠে পড়লাম আমি। নীল নদের এই বিলাসী ক্রুজে আমি মোট তিনরাত চারদিন ছিলাম। ক্রুজে নীল নদের বুকে কাটানো সময়গুলো এবং সেই অভিজ্ঞতা এক কথায় দারুণ ছিল।

এর মাঝে দেখেছি মিশরের বিখ্যাত অনেক টেম্পল, আলেকজান্ডার এর স্মৃতি বিজরিত স্থানসহ বিস্ময়কর অনেক কিছুই। আর দেখেছি নীল নদের শান্ত জল। যার গভীরে মিশরের নানা সময়ের নানা ঘটনার প্রতিচ্ছবি আমার কল্পনায় ভেসে উঠেছে। সব শেষে ভ্যালি অফ কিংস দেখে সেখানকার অসাধারণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি। গুহাচিত্রগুলো সময় নিয়ে দেখার মতো বিস্ময়কর বিষয় ছিল। এরপরই আমার বহুল প্রতিক্ষিত তুতেন খামেনের মমির সাথেও সাক্ষাৎ হয়েছে।

অবাক বিস্ময়ে অপলক কতক্ষণ তাকিয়েছিলাম সেই সংরক্ষিত মমির দিকে, তা জানি না। এর সম্পর্কে কত পড়েছি। মমি দেখে মনে হয়েছে এটা আমার অনেক আগে থেকেই চেনা।

এরপরে আমার দেখা চমৎকার দৃশ্য ছিল রানী হাটশেপসুটের মন্দির। প্রাচীন মিশরের সবচেয়ে সুন্দর, বিদূষী, রাজনীতিবিদ জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ রাণি ছিলেন এই হাটশেপসুট। তারই নামাঙ্কিত টেম্পল-এর স্থাপত্য এতোটা আভিজাত্য আর দৃষ্টিনন্দন যে আমার চোখ সরছিল না সেখান থেকে।

মিশরে যাওয়ার পেছনে আমার মিশর ঘুরে দেখা ছাড়াও আরও দুটো উদ্দেশ্য ছিল, তা হলো মিশরের জাদু চর্চা সম্পর্কে জানা এবং একটা মাথার খুলি সংগ্রহ করা ছিল আমার অন্যতম উদ্দেশ্য। একদম সত্যিকারের মানুষের মাথার খুলি! সেই ইচ্ছেটাই বলা যায় আমার কাল হয়েছে। এই ইচ্ছা আমাকে নরমুণ্ড শিকারি অব্দি পৌঁছে দিয়েছে।

সাধারণ কোনো মানুষের মাথার খুলি না, আমি এমন কোনো মানুষের মাথা চাচ্ছিলাম, যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

মিশরে সেরকম মানুষের মাথার খুলি পাওয়া কঠিন হবে না বলেই জানতাম। মিশরে মমি ছাড়াও মাথার খুলি সংরক্ষণ করার প্রাচীন কিছু পদ্ধতি আছে।

যা এখনো চলমান। এই বিষয়গুলো খুব গোপনে এবং সতর্কতার সাথে করা হয়। মিশর, মমি, প্রাচীন সভ্যতা আর রহস্যময়তার দেশ। যেখানে জাদুচর্চাও বিদ্যমান।

পৃথিবীর নানা প্রান্তে যুগে যুগে নানা সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, আবার ধ্বংস হয়েছে। সেসব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ছিল নানারকম ধর্মচর্চা ও অলৌকিকতা। নানা ধর্মের লোকেদের মধ্যে ছিল স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস। ছিল আলাদা আলাদা দেবদেবীর প্রতি আনুগত্য। এসব সংস্কৃতিতে জাদু ছিল অনেক জাতি গোষ্ঠীর ধর্মচর্চার বড় অংশ। মিশর সেদিকে শুরু থেকেই এগিয়ে ছিল। মিশর অলৌকিকতায় খুব গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিল, অলৌকিকতা দেখাতে যে শক্তি প্রয়োজন হয়, প্রাচীন মিশরীয় পুরাণ শাস্ত্রে সে শক্তিকে বলা হয় 'হেকা'। প্রাচীন মিশরে ধর্মের সাথে জাদু ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। মিশরীয়দের কাছে জাদুর দেবতা হেকা ছিলেন খুব উচ্চ আসনের ও সম্মানের এক দেবতা। বহু যুগ আগে থেকেই সারা বিশ্বের কাছে মিশর হচ্ছে রহস্যে আবৃত এক দেশ। যেখানে জাদুচর্চাও বেশ সমানতালে চলে।

প্রাচীন মিশরে হেকা জাদুর দেবতা হলেও হেকা শব্দের বহুল ব্যবহার ছিল। বাংলায় হেকা অর্থ হচ্ছে জাদু। তবে হেকা বৈশিষ্ট্য, উপাদান, ও প্রায়োগিক দিক থেকে আমাদের চেনা জাদুর থেকে ভিন্ন। যে জাদু সাধারণত সমাজে নিষিদ্ধ। প্রাচীন মিশরে হেকার যাত্রা শুরু হয়েছিল মিশরে রোমান আধিপত্যের পর থেকে। সেক্ষেত্রে সমাজবিরুদ্ধ জাদুর বহুল প্রচলন ছিল

অ-মিশরীয়দের মাঝেও। ঘুমানো বা খাওয়া-দাওয়ার মতোই জাদু ছিল প্রাচীন মিশরের এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। হেকা ছিল সেই শক্তি, যা নতুন কিছুর সৃষ্টিকে সম্ভব করে। মিশরীয় উপকথার সৃষ্টিতত্ত্ব অংশ থেকে জানা যায়, পৃথিবী সৃষ্টির সময় হেকা ছিল 'সিয়া' এবং 'হু' এর সাথে। সিয়া হচ্ছে 'স্বর্গীয় জ্ঞান' আর হু 'স্বর্গীয় উচ্চারণ'। অতিপ্রাকৃত শক্তি হিসেবে হেকাকে ভালো বা মন্দ দুইদিকেই ব্যবহার করা যেত। তবে, প্রাচীন মিশরীয়রা এর ইতিবাচক দিকটিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল। দেবতা হেকা মিশরের প্রাক-রাজবংশ থেকে পরিচিত হলেও, তার চর্চার বিকাশ ঘটেছিল



প্রারম্ভিক রাজবংশের সময়কালে। তিনি মিশরের প্রতিটি মানুষের জীবনে এতো গুরুত্বের সাথে স্থান করে নিয়েছিলেন যে, তাঁর জন্য আলাদা কোনো মন্দির, ধর্মীয় অনুসারী বা আনুষ্ঠানিক পূজার প্রচলন ছিল না। প্রাচীন পিরামিডের পাঠ, ও প্রাক-মধ্যবর্তীকালীন সময়ে নির্মিত কফিনগুলোতে হেকার প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান আছে এখনো। স্থানীয়দের মতে হেকা দেবতা নিজেকে আদিম ও পুরাকালীন শক্তি হিসেবে দাবি করেছেন। হেকার বয়ানে তারা দাবি করেন যে হেকা বলেছেন "দেবতাদের জন্মের পূর্বেই আমি এই মহাবিশ্বে অধিষ্ঠিত ছিলাম। আমার কারণেই দেবতারা এই মহাবিশ্বে আসতে পেরেছেন" সৃষ্টির পর তিনি নাকি দেবতাদেরকে যে শক্তি দান করেছিলেন, সে শক্তি দিয়েই তিনি মহাবিশ্ব পরিচালনা করতেন। আরো জানা যায়, দেবতারাও তাকে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে চলতেন। প্রাচীন মিশরে হেকাকে অপ্রতিরোধ্য শক্তির দেবতা হিসেবে গণ্য করা হতো।

প্রাচীন মিশরীয়রা প্রতিটি সমাজে একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে বাছাই করতেন। তিনি দেবতা হেকার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন। মানুষের নানাবিধ সমস্যা সমাধান ও নানা প্রয়োজনে সাহায্য করতেন তিনিই। বংশ পরম্পরায় এটা ধারণ করা হতো যুগে যুগে। জাদুবিদ্যার আচার-অনুষ্ঠানে দক্ষ ও পারদর্শী জাদুকরদেরকেও দেবতার নামে 'হেকাও' বলে সম্বোধন করা হতো।

তখনকার সময়ের সাক্ষী হিসেবে এক সমাধিক্ষেত্র থেকে একটা কাঠের এক নারী মূর্তি, পাওয়া যায়। যা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। আমি দেখেছি সেটা। মূর্তির হাতে ছিল সাপের জাদুর ছড়ি আর মুখে ছিল বেসেটের মুখোশ। ধারণা অনুযায়ী, এসব উপাদান নিয়ে যিনি সর্বদা নাড়াচাড়া করতেন তিনি ছিলেন একজন পুরোহিত, যিনি স্থানীয় সমাজ বা মন্দিরে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। এই পুরোহিতদের ডাকা হতো 'লেক্টর পুরোহিত' নামে। তাদের কাজ ছিল মন্দিরে মন্ত্র পাঠ করা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও মমিকরণের সময়ও তারা বিড়বিড় করে প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় মৃতদের সামনে মন্ত্র পড়তেন। মিশরের অধিকাংশ মন্দিরে 'হাউজ অভ লাইফ' বা 'জীবনঘর' নামে একটা জায়গা বরাদ্দ আছে, যেটাকে ব্যবহার করা হয় বিদ্যা-শিক্ষা ও গবেষণার কাজে। 'হেকাও অভ দ্য হাউজ অভ লাইফ' এবং 'স্ক্রাইব অভ দ্য হাউজ অভ লাইফ' নামে এরকম কিছু উপাধি জাদুকরদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

কেউ যদি ভাবতেন, তিনি কোনো কারণে কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মাকে রাগিয়ে দিয়েছেন, তবে সাথে সাথে 'রেখেত' এর শরণাপন্ন হতেন। উদ্দেশ্য

একটাই, 'রেখেত' যাতে বলে দেন- ঠিক কী কী করলে ওই ব্যক্তির উপর থেকে মৃত আত্মার রাগ নামবে। প্রাচীন মিশরে শুধু নারীরাই রেখেত হতে পারতেন। তাই, এই রেখেত শব্দের অর্থ 'বিদুষী নারী'।

স্থানীয় সাপুড়েদের ডাকা হতো 'খেরেপ সেলকেত' নামে। যাদের কাজ ছিল বিভিন্ন বিষধর সাপ ও পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য মন্ত্র পাঠ করা। এই সাপুড়ে বংশ মিশরে এখনো বসবাস করছে।

স্থানীয় মিশরীয়রা শ্বাসকষ্ট, খোস-পাঁচড়ার মতো বিভিন্ন রোগ-বালাই এবং শারীরিক সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এজন্য তারা দায়ী করত দেবতার অভিশাপ বা কোনো খারাপ জাদুকরের কর্মকাণ্ডকে। এর থেকে পরিত্রাণের মাধ্যমও ছিল শুধু জাদুবিদ্যা। যেসকল পুরোহিত একইসাথে জাদুবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, রোগীরা তাদের কাছেই যেতেন। তৎকালীন ধর্মীয় রীতিতে রোগীর আরোগ্য লাভের জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতেন। 'থোথ' ছিলেন জ্ঞানের দেবতা। তাকে উদ্দেশ্য করেই মন্ত্র পাঠ করা হতো, যাতে মন্ত্রে কোনো ভুল না হয়। মহামারি থেকে বাঁচার জন্য দেবী সেখমেতের কাছে প্রার্থনা, বিষের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছিলেন পোকা মাকড়ের দেবী সেলকেট। দেব-দেবীদের আয়ত্ত্ব করার জন্য জাদুকর ও পুরোহিতদের নানা মন্ত্র জানতে হতো। প্রত্যেক কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট মন্ত্র ছিল। তাবিজ বা কবচের জন্য এক প্রকার মন্ত্র, মমিকরণের সময় একরকমের মন্ত্র, সাপের কামড় থেকে বাঁচার জন্য আরেক রকম মন্ত্র। তবে কেউ চাইলেই হঠাৎ মন্ত্র পড়ে ফেলতে পারত না। এজন্য নির্দিষ্ট রীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগে মন্ত্র পাঠের পরিবেশ তৈরি করে নিতে হতো। এজন্যই প্রয়োজন হতো দক্ষ এক জাদুকরের, জাদুর বা মন্ত্র পাঠের প্রক্রিয়ার আগে জাদুকরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকতে হতো। মন্ত্রপাঠ করার আগে তিনি গোসল করে নতুন সাদা পোশাক পরে নিতেন। ভোর সকালকে প্রাচীন মিশরের সবচেয়ে পবিত্র সময় বিবেচনা করা হতো। তাই সেসময়েই বেশিরভাগ জাদুকর তাদের জাদুকার্য সম্পাদন করতো। জাদুতে ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে থাকতো হোরাসের চোখ, আইসিসের গাঁট, আখ, পদ্মফুল, কার্তুশ, স্কারাব এর মতো আরো নানান উল্লেখযোগ্য উপাদান। এইসব উপাদান দিয়ে যখন কোনো জাদুকর ভোর সকালে মন্ত্রপাঠ করতো, তা চাক্ষুষ করার জন্য নানা প্রান্তের লোকেরা ছুটে আসতেন। দেখতেন জাদুকরের ক্ষমতা। তাকে সকলে সম্মানিত করতেন। সমাজে জাদুকরের পদমর্যাদা ছিল অনেক উপরে। তাদের নানাপ্রকার জাদুর উপকরণে আরো দরকার পরতো খুলির। যে খুলির খোঁজে আমি মিশরে। মিশরের এইসব প্রাচীন রহস্য জানা ছাড়াও একটা নরমুণ্ড আমার চাই।



অধ্যায় দুই

## রহস্যময়ী নারী আমেন্তে

প্রাচীন মিশরীয়দের কেবল ধারণা নয় বিশ্বাস ছিল তাদের চারপাশে অনেক অশুভ শক্তি বিদ্যমান।

যে শক্তি যেকোনো সময় তাদের ক্ষতি করতে পারে। অশুভ সেই শক্তির উৎস ছিল প্রেত, শয়তান, ও রাগান্বিত দেবতা। এছাড়াও কালোজাদু চর্চাকারী কোনো শত্রুর কাছ থেকে আসা অশুভ শক্তির প্রয়োগের ভয় পেতো তারা খুব বেশি। অমঙ্গল ডেকে আনা এই শক্তিগুলোর সুরক্ষার জন্য প্রচলিত ছিল সাদাজাদু চর্চা পদ্ধতি। তারা বিশ্বাস করতো সাদাজাদুর সাহায্যে অশুভ শক্তিরা তাদের কাছে ঘেঁষতে পারবে না। রাজা বা ফারাও থেকে শুরু করে খেটে খাওয়া দিনমজুর পর্যন্ত জাদুর উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখতো।

শত্রুকে অভিশাপ দেওয়া, বশীকরণ, ব্যবসায় উন্নতি, উন্নত স্বাস্থ্য এরকম নানা কারণে মিশরে জাদুর ব্যবহার ছিল লক্ষণীয় মাত্রার। আর একটা অবাক করা তথ্য হচ্ছে প্রাচীন মিশরে প্রত্যেক ব্যক্তির দুটি করে নাম থাকত। একটি নাম ছিল জনসম্মুখে উন্মুক্ত, অর্থাৎ সবাই তাকে সেই নামেই চিনতো। অপরটি জন্মের সময় রাখা হতো গোপনে, যে নাম শুধু ওই ব্যক্তির জন্মদাত্রী মা'ই জানতেন। কারও উপর জাদু প্রয়োগ করতে হলে ওই গোপন নামের প্রয়োজন হতো। মিশরীয় স্থানীয়দের বিশ্বাস ছিল দেবতারা মানবজাতিকে জাদু শিখিয়েছিলেন আত্মরক্ষার মাধ্যম হিসেবে। এটি প্রয়োগ করতেন ফারাও বা জাদুকরেরা, যারা সেসময় কার্যকরভাবে দেবতাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।